যুগান্তর

তারিখ 25 APR 2017
পৃষ্ঠা ২-৩ কলাম ৪

বেরোবি উপাচার্যের বিরুদ্ধে বিস্তর অনিয়ম দুর্নীতির অভিযোগ

রংপুর ব্যুরো

বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের (বেরোবি) উপাচার্যের বিরুদ্ধে ব্যাপক অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছে। এ নিয়ে সোমবার সংবাদ সম্মেলন করে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় প্রগতিশীল শিক্ষক সমাজ।

শিক্ষকরা লিখিত বক্তব্যে বলেন, নানান সমস্যা কাটিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যক্রম এগিয়ে যাওয়ার কথা, কিন্তু বর্তমান উপাচার্যের দুর্নীতি, অনিয়ম, অব্যবস্থাপনা ও স্বেচ্ছাচারিতার কারণে তা মুখথুবড়ে পড়েছে।

অধ্যাপক ড. একেএম নূর-উন-নবী ২০১৩ সালের ৬ মে বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য হিসেবে যোগ দেন। ৫ মে তার

■ পৃষ্ঠা ১৯ : কলাম ৫

বেরোবি উপাচার্যের বিরুদ্ধে

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

মেয়াদ শেষ হবে। অভিযোগ উঠেছে, গত ৪ বছরে উপাচার্যের স্বেচ্ছাচারী আচরণের কারণে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার সার্বিক পরিবেশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। উপাচার্য আইন লঙ্ঘন করে ১৭টি পদে একাই দায়িত্ব পালন করছেন। সদস্য হয়েছেন ৯টি বিভাগের প্লানিং কমিটির। এছাড়াও তিনি পরিচালকের ছয়টি পদ (ড. ওয়াজেদ রিসার্চ ইন্সটিটিউট, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা-ই-লার্নিং সেন্টার, সাইবার সেন্টার, বহিরাঙ্গন, ছাত্র পরামর্শ ও নির্দেশনা দফতর এবং জনসংযোগ), ৩টি অনুষদের ডিন (জীব ও ভূ-বিজ্ঞান, সামাজিক বিজ্ঞান, প্রকৌশল ও প্রযুক্তি অনুষদ), ৩টি বিভাগের বিভাগীয় প্রধানের (লোক প্রশাসন, রসায়ন, কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং) দায়িত্ব পালন করছেন। পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক, হিসাব পরিচালকের শূন্যপদে কাউকে দায়িত্ব না দিয়ে নিজে আছেন। এছাড়াও প্রক্টরের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে একজন জুনিয়র সহকারী অধ্যাপককে। তিনি বিভিন্ন বিভাগে চরম শিক্ষক সঙ্কট থাকলেও ইউজিসি অনুমোদিত ২১টি পদে নিয়োগের কোনো উদ্যোগ নেননি। মেয়াদ শেষের মাত্র দুই মাস আগে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে নিয়োগের প্রক্রিয়া শুরু করেছেন, প্রার্থীদের শুধু এসএমএসের মাধ্যমে ডেকে সাক্ষাতকার নিয়েছেন। এছাড়া শিক্ষক নিয়োগের বাছাই বোর্ড নজিরবিহীনভাবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে করেছেন।

সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় প্রগতিশীল শিক্ষক সমাজের সদস্য সচিব সহকারী অধ্যাপক রাফিউল আজম খান। এ সময় সংগঠনের সব সদস্য উপস্থিত ছিলেন।

সার্বিক বিষয়ে উপাচার্য যুগান্তরকে বলেন, আমি যা করেছি নিয়ম মেনেই করেছি। একটি মহল আমার সুনাম ক্ষুণ্ন করতে এ ধরনের ষড়যন্ত্র করছে।